তারিখ ... 23 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীদের বিপথগামিতার মূল কারণ

গুলশান ও শোলাকিয়া হামলার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জড়াইয়া পড়ার বিষয়টি এখনো সকলকে ভাবাইতেছে। ইহা লইয়া নানা বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে। অনেকেই মনে করিতেছেন শিক্ষার্থীদের এই বিপথগামিতার মূল কারণ নিহিত আছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। যদিও এই স্তরের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ ধরনের বড় অপরাধকর্মে জড়াইয়া পড়িবার কোনো অবকাশ নাই। কিন্তু শিক্ষার্থীদের নানা অপরাধকর্মে জড়িত হওয়ার পিছনে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ-এর দৈন্য-দশাকেই দায়ী করা হইতেছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০১৫ প্রকাশিত হয় গত বৎসরের ডিসেম্বরে। সারাদেশের এক লক্ষ ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরিপের ভিত্তিতে এই গবেষণামূলক রিপোর্টটি প্রণীত হয়। সেই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ২৩ শতাংশেই গাওয়া হয় না জাতীয় সংগীত। সেই সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না নয় শতাংশ প্রতিষ্ঠানে। জাতীয় সংগীত ও পতাকার প্রতি এই অবহেলা প্রদর্শনের কারণে সেই সব শিশুর মধ্যে আসলে দেশপ্রেম জাগ্রত হইতেছে না। ইহা লইয়া আমাদের শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা দেশপ্রেমহীন এই শিশুরা একদিন বড় হইয়া দেশের যে কোনো ক্ষতি সাধন করিলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকে না।

শুধু তাহাই নহে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ আজ নানাভাবেই ব্যাহত হইতেছে। ঐ রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ৮৮ শতাংশ প্রাইমারি স্কুলে কোনো গ্রন্থাগার নাই। ৪৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয় না বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় না ৪১ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে। স্কাউটিং হয় না ৭০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে। এইসব কার্যক্রমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ইহা ব্যতীত শিশুদের শিক্ষা যেমন আনন্দময় হয় না, তেমনি তাহাদের বাড়িয়া উঠা হয় না সুন্দর ও সার্থক। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন। কিন্তু তাহা আমরা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যা ও রেজাল্টের প্রতি অত্যধিক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। এ প্লাস অর্জনকেই আমরা সন্তানের ভবিষ্যৎ ও সবকিছু বলিয়া মনে করিতেছি। নিয়মিত শরীর চর্চা ও খেলাধুলার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে যে একটি জগৎ আছে সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তেমন কোনো ধারণাই আমরা দিতে পারিতেছি না। ফলে সামান্য অবসাদ ও হতাশায় তাহারা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছে কিংবা সঙ্গদোষে হইয়া পড়িতেছে মাদকাসক্ত ও বিপথগামী। এই পরিস্থিতি বিপজ্জনক।

অতএব, আমাদের যে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে তাহা আগে দূর করিতে হইবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাইতে হইবে এবং যুক্ত করিতে হইবে নির্মল সাংস্কৃতিক চর্চায়। তাহাদের নৈতিক এবং প্রকৃত ও মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের খেলাধূলা ও সুকুমারবৃত্তির চর্চা চালু রাখিতে হইবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, এখন হইতে স্কুল অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সংগীতের পর শিক্ষকরা মূল্যবোধ ও মানবতামূলক ১০ মিনিটের এক বক্তৃতা দিবেন। ইহাও একটি শুভ উদ্যোগ। আমরা আশা করি, ইহা দেশের সকল স্কুলে বাস্তবায়িত হইবে।